দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL. 4 1999
পৃঃ ১০ কলাম ৬

ইন্টারনেটের বিচিত্র ভুবন

ইন্টারনেটের ওয়েব সাইট-এর কল্যাণে ঘরে বসেই বিশ্বের বিভিন্ন স্থান, বিভিন্ন ধরনের লোকজন ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা যায়। ওয়েবের মাধ্যমে আপনি যেমন ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান দেখতে পারেন কিংবা ঘুরে আসতে পারেন গ্রেট বৃটেনের ঐতিহাসিক দুর্গগুলো। ঠিক তেমনি বাংলাদেশ সম্পর্কে যে কোন ধরনের তথ্য পেতে পারেন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে। এখানে বেশ কয়েকটি ওয়েব সাইটের নাম ও ওয়েব এড্রেস দেয়া হ'ল।

বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রোফাইল
http: // www. abcnews.com/reference/countries/BG. html.

* শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য পেতে হলে ঃ
দি পিটারসন্স গাইড ফর এডুকেশান ঃ
http:// www. petersons. com/
হোম ওয়ার্ক হেল্প ঃ http: // w w w. startribune, com/stonline/html/ special/home work. সংবাদ সংগ্রহের সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতি ঃ সিএনএন ইন্টার একটিভ ঃ
http: // www. cnn. com
বিবিসি ওয়েব ঃ http: // www. bbc. co. uk
বিনোদনের মাধ্যমে হিসাবে ঃ ইন্টারনেট মুভি ডাটাবেজ ঃ
http: //www. imdb. com
কমেডি অন টেপ ঃ http: // www. comedy on tap. com
ব্যবসা ও বিনিয়োগকারীরা তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন ঃ
ব্যাংক রেট মনিটর ঃ http: // www. bankrate. com
ফাইনেন্স সেন্টার ঃ http: // www. financenter. com
মন মতো বন্ধু বা বান্ধবী খুঁজে পেতে হলে ঃ
লাভ সিটি ঃ http: // w w w. lovecity. com
রোমান্স কমিউনিকেশন ঃ http: // www. romcom. com
সাহিত্যপ্রেমিকদের জন্য ঃ
নিউইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউঃ http: // www. nytimes. com/books
নোবেল প্রাইজ ইন লিটারেচার ঃ
http: // www. almaz. com/nobel/literature
আন্তর্জাতিক খেলার সর্বশেষ খবরগুলো জানার জন্য ঃ
ইএসপিএন স্পোর্টস জোন ঃ http: // espn. sports zone. com
ক্রিকেট আপডেট ঃ http. // cnnsi. com/cricket
মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে ওয়েব সাইট ঃ

বিজ্ঞান

উইমেনস নেটওয়ার্ক ঃ http. // www. women. com
ফেমিনিষ্ট ঃ http: // peminist. com
শিশুদের জন্য ওয়েব সাইট ঃ
দি ওয়ার্ল্ড অফ ডিজনী ঃ http: // www. disney. com
দি কিডস কর্নার ঃ http: //www.kids corner. com
ভ্রমণকারীদের জন্য বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে ঃ
ট্র্যাভেল পেইজ ঃ http: // www. travel page. com
ইন্টার একটিভ ট্র্যাভেল সাইট ঃ http: // www. developnet. com/travel
স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে জানতে হলে ঃ
হেলথ ওয়ার্ল্ড অনলাইন ঃ http: // www. healthy. net
হেলথ লিঙ্ক ঃ http: // www.health link. standford. edu

❑ ইসরাত জাহান রুনা

ইন্টারনেট বনাম ইন্ট্রানেট

ইন্টারনেট ঃ ইন্টারনেট আসলে কি? কিছুই না। এটি একটি নেটওয়ার্ক। তবে এই নেটওয়ার্কটি নেটওর্য়ারে নেটওয়ার্ক। আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে কম্পিউটারের মাধ্যমে যুক্ত করছে এই নেটওয়ার্কটি। ১৯৬৯ সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর হতে এর শুরু। ১৯৮০'র দশকের শেষভাগে এটি গবেষকদের তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে ওঠে। তবে এই পর্যন্তই নেটওয়ার্ক থেমে থাকেনি। গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সীমানা যেমন ছড়িয়েছে, তেমনিই পার হয়ে গেছে দেশের গন্ডি। তাই ইন্টারনেট আজ আন্তর্জাতিক। ১৯৯৩ সালে ইন্টারনেটকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। আর এর কয়েক মাসের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ নতুন সদস্য ইন্টারনেট যুক্ত হয়।
আসলে ইন্টারনেট "ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে"তে যুক্ত পঞ্চাশ হাজার কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। এগুলো আবার পরস্পরের সঙ্গেও যুক্ত। এর অর্থ পাঁচ কোটি মানুষ ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। আর এই ইন্টারনেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল এই ব্যবস্থায় না আছে কোন প্রশাসক, না আছে কেউ কো-অর্ডিনেট করার। ইন্টারনেটে যোগ দিতে হলে দরকার হয় একটি টেলিফোন, একটি পিসি, একটি মডেম, টেলিকমিউনিকেশন্স সফটওয়্যার এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার। ইন্টারনেটের মূল নেটওয়ার্কে কয়েকটি কম্পিউটার পরস্পরের সঙ্গে তারের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। তারযুক্ত এই প্রতিটি কম্পিউটারকে বলা হয় ব্যাকবোন। ব্যাকবোনের কম্পিউটারের সঙ্গে অন্যান্য কম্পিউটার যুক্ত হয়। আবার এই কম্পিউটারগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয় অন্যান্য আরও কম্পিউটার। এইভাবে ফ্যামিলিট্রির আকারে এই নেটওয়ার্ক বাড়তে থাকে। ফ্যামিলিট্রির কনিষ্ঠতম সদস্যই হলেন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী।
ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে আমরা গ্রাহক বলতে পারি। কারণ এই ব্যবহারকারী ইন্টারনেটে যুক্ত হতে যাঁর কাছ থেকে বা যে কম্পিউটার ব্যবহার করছেন তাঁকে এজন্য মাশুল দিতে হয়েছে। আর তিনি হলেন সার্ভার। আবার এই সার্ভারই আরেকজন সার্ভারের কাছ থেকে ক্লায়েন্ট হিসেবে ইন্টারনেটের সংযোগ নিয়েছেন। ইন্টারনেটে সরাসরি যুক্ত হওয়ার খরচ অনেক। তাই সরাসরি যুক্ত না হয়ে কোন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছ থেকে ইন্টারনেট সংযোগ নিলে খরচ অনেক কম পড়ে। ইন্টারনেটে যুক্ত হলে যে সুযোগগুলো পাওয়া যায় সেগুলো হলো ই-মেইল, ইন্টারনেটে প্রকাশিত পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার বা আলোচনায় অংশ নেয়া, যাকে এক কথায় বলে 'ফোরাম', 'ফাইল ট্রান্সপার প্রোটোকল', 'সফটওয়্যারের সাহায্যে অন্য কোন কম্পিউটারের ফাইল সংগ্রহ ও সঞ্চয় করা, অন্য কোন প্রোগ্রাম চালনা করা এবং অবশ্যই বিশ্বের তথ্যসমূহ থেকে মণিমুক্তা সংগ্রহ করা।
কম্পিউটারে ভাইরাস ঃ কিছু মানুষ আছেন যাঁরা অন্যের ক্ষতি করতে ভালবাসেন। আর এই ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে ঐ মানুষগুলো এমন কিছু সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম তৈয়ার করেন যার প্রভাবে অন্যের কম্পিউটার বিগড়ে যায়। নষ্ট হয় সংরক্ষিত তথ্য, এমনকি প্রোগ্রামও। এই রকম একটি প্রোগ্রামের নাম লজিক রোম। এর মধ্যে কতগুলো নির্দেশ থাকে। এই নির্দেশগুলো একবার কম্পিউটারে ঢুকতে পারলে কম্পিউটারের সকল প্রোগ্রাম এর হাতে চলে আসে। এই সময় ভাইরাস কম্পিউটার প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর দেখা মেলে অপারেটিং সিষ্টেমের মধ্যে। যেকোনও প্রোগ্রামের সংস্পর্শে এলেই এটি কপি হয়ে যায়। মূলত ঃ ডিস্কের মাধ্যমেই ভাইরাস সংক্রমিত হয়। গত এপ্রিলে এই ধরনেরই ভাইরাস ঢুকিয়ে দিয়ে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ কম্পিউটার অচল করে দিয়েছিল তাইওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দুষ্ট ছাত্র।
ইন্ট্রানেট ঃ ইন্টারনেট চালু হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই টনক নড়ে কর্পোরেট হাউসের কর্তা ব্যক্তিদের। তাঁদের ভাবনায় এলো ইন্টারনেটের মতই তাঁরা যদি তাঁদের অফিসে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক চালু করতে পারেন তবে তো মন্দ হয় না। যেমন ভাবা তেমনি কাজ।

বিজ্ঞান

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল ব্যবস্থাটা মন্দ চলছে না। জন্ম হল ইন্ট্রানেটের। অধিকাংশ কর্পোরেট হাউসেই এতদিন নিজস্ব লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ছিল। শুধু দরকার ছিল বিভিন্ন কর্পোরেট হাউসের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন। সবাই ভাবলো তাই তো এতদিন কেন এই চিন্তা মাথায় আসেনি! কিন্তু শুরুতে একটা গোলমাল দেখা দিল। কারণ ইন্টারনেটের ব্যাকবোন কম্পিউটারগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী উনিক্স মেশিন। আর এগুলোর জন্য আছে সান কোম্পানীর তৈরি শক্তিশালী ওয়ার্ক ষ্টেশন। ইন্ট্রানেটের ব্যাকবোন কম্পিউটার নিয়ে দেখা গেল সমস্যা একটাই- সেগুলোর দাম বড় বেশী। তবে এ সমস্যারও সমাধান হতে বেশী সময় লাগল না। এগিয়ে এল নেটস্কেপ আর মাইক্রো সফটের মতো কোম্পানী। পিসি'র জন্য ওয়েব সার্ভার সফটওয়্যার জোগালো তারা। তবে শেষ পর্যন্ত সমস্যা দেখা দিল এই নেটওয়ার্কে কোন্ ধরনের প্রোটোকল ব্যবহার করা হবে তা ঠিক করা নিয়ে। কেননা, ইন্টারনেটে ব্যবহার করা হয় ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল বা ইন্টারনেট প্রোটোকল। অন্যদিকে অধিকাংশ ল্যানে ব্যবহার করা হয় নভেলের আইপিএক্স। শেষ পর্যন্ত উইন্ডোজ ১৫ এই সমস্যার সমাধান ঘটিয়েছে, চালু হয়েছে ইন্ট্রানেট।

❑ মোহাম্মদ সামাউন মোল্লা